কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভা গত ০২-০৭-২০০১খ্রি. তারিখ বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় ডঃ এম এ হামিদ মিয়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ব্রি উদ্ভাবিত ২ (দুই) টি হাইব্রিড ধানের (আই আর-৬৮৮৭৭ এবং আইআর-৬৯৬৯০) পাইলট প্রোডাকশন প্লট মূল্যায়ন ফলাফল পর্যলোচনা।

সদস্য সচিব জানান যে, "ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি (সংশোধিত)" অনুসরণপূর্বক গত ১৯৯৯-২০০০/ বোরো মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও ৮ (আট) টি বীজ আমদানীকারকের সর্বমোট ২০ (বিশ) টি হাইব্রিড জাতের সাথে দেশে ৬ (ছয়) টি অঞ্চলের ৬ (ছয়)টি অনষ্টেশন ও ৬ (ছয়) টি অনফার্মে উক্ত জাত ২ (দুই) টি মূল্যায়িত হওয়ার পর কারিগরি কমিটির ৩৮তম বিশেষ সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। উক্ত জাত ২ (দুই) টির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত-২ (দুই)টি (আইআর-৬৮৮৭৭ এবং আই আর-৬৯৬৯০) বর্তমান মুজতকৃত বীজ দিয়ে পাইলট প্রোডাকশন টেষ্ট সম্পন্ন করে মূল্যায়ণ প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে"। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত-১ এর মাধ্যমে ২০০০-২০০১/বোরো মৌসুমে দেশের ২০ (বিশ) টি এলাকায় উক্ত জাত ২ (দুই) টির পাইলট প্রোডাকশন টেষ্ট স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতঃপর ব্রি এর গত ২১-১-২০০০ইং তারিখের ৯৮ সংখ্যক স্মারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৮-১-২০০১ইং তারিখের ১২৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কারিগরি কমিটি কর্তৃক উক্ত পাইলট প্রোডাকশন প্লট মূল্যায়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বহিরাঙ্গন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দলের সদস্য সচিব এবং ব্রি এর মনোনীত প্রতিনিধিকে সদস্য করে একটি মূল্যায়ণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দেশের ৬ (ছয়)টি অঞ্চলের ২৩ (তেইশ)টি জেলায় প্রস্তাবিত হাইব্রিড আই আর-৬৮৮৭৭ লাইনটি সর্বমোট ২৭ (সাতাশ)টি স্থানের এবং আইআর-৬৯৬৯০ লাইনটির সর্বমোট ২৫ (পঁচিশ)টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করেছেন। ব্রি উদ্ভাবিত ২ (দুই)টি হাইব্রিড ধানের (আইআর-৬৮৮৭৭ এবং আইআর-৬৯৬৯০) পাইলট প্রোডাকশন প্লট মূল্যায়ণ ফলাফল নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আলোচনায় বুঝা যায় যে প্রস্তাবিত হাইব্রিড আইআর-৬৮৮৭৭ এর ধান ঝরে যাওয়ার প্রবণতা আছে। মাঠ মূল্যায়ন কমিটি এই বিষয়ে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত। যেহেতু ধান পাকার পরে মাঠে ঝরে গিয়ে ফলনের ক্ষতি হবে এই আশংকায় উপরোক্ত কমিটি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধীকরণের বিপক্ষে মত পোষণ করে। মাঠ মূল্যায়ন দল হাইব্রিড আইআর-৬৯৬৯০ এর মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ জায়গায় গুণাগুণের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইতিবাচক মতামত দিয়েছে। এর ফলন সর্বনিম্ন ৫.৩২, সর্বোচ্চ ৯.৫৬ টন প্রতি হেক্টরে পাওয়া গিয়েছে। ২৫টি জায়গাতে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৯ জায়গাতে নিবন্ধনের জন্য মাঠ মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করেছে।

প্রস্তাবিত লাইনটির অন্যান্য গুণাবলী পূর্বেই এক সভায় আলোচনা করতঃ শুধু ফলনের দিকটা আরো ভাল করে দেখার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত বোরো মৌসুমে ২৫টি জায়গাতে আবাদ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় আরো দেখা গিয়েছে যে, একমাত্র যশোর এবং বরিশাল অঞ্চলে সবগুলো জায়গাতে ফলনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। কাজেই কমিটি এই লাইনটিকে যশোর এবং বরিশাল এলাকাতে বাণিজ্যিক ভাবে আবাদের জন্য সুপারিশ করে। তবে অন্যান্য যে সমস্ত জেলায় এর উৎপাদন ভাল পাওয়া গিয়েছে সেগুলোতে এ জাতটি পর্যায়ক্রমে বিস্তার করা যায়।

ব্রি'র প্রস্তাবিত আইআর-৬৯৬৯০ হাইব্রিড ধান-হিসাবে যশোর বরিশাল অঞ্চলে উৎপাদনের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ব্রি'র প্রস্তাবিত আইআর ৬৯৬৯০ হাইব্রিডটি ব্রি হাইব্রিড ধান-১ হিসাবে যশোর ও বরিশাল বিভাগের উৎপাদনের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের ৬ (ছয়)টি অঞ্চলের সদ্য সমাপ্ত ৬টি (ছয়)টি "বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার" বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা।

এ ব্যাপারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে জানান যে, বিএআরসি'র আর্থিক সহায়তায় ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম মূলতবী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১৮-৬-২০০১খ্রি. তারিখে রাজশাহী বিভাগে, ২১-৬-২০০১খ্রি. তারিখে সিলেট বিভাগে, ২৪-৬-২০০১খ্রি. তারিখে বরিশাল বিভাগে, ২৭-৬-২০০১ খ্রি. তারিখে খুলনা বিভাগে, ২৮-৬-২০০১ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগে, এবং ৩০-৬-২০০১ খ্রি. তারিখে ঢাকা বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রযুক্তি সেমিনার সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অতিশিঘ্রই সকল বিভাগের কার্যবিবরণী পাওয়া যাবে। আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ৬ (ছয়) টি বিভাগে অনুষ্ঠিত বীজ প্রযুক্তি সেমিনার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আগামী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসএসএ)

বিবিধ-২ ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজননবিদ, তূলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা এর কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য পদ পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ তার পক্ষে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। সভায় আরো আলোচনা হয় যে প্রধান উদ্ভিদ প্রজননবিদ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর পদটি বর্তমানে রংপুর আছে বিধায় তাঁর পক্ষেও কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
(ক) নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা এর সাথে আলোচনা করে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য পদ পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে এসসিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিবিধ-৩ ঃ বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাতটির অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সভার মাত্র একদিন পূর্বে উক্ত বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) এর বিষয়ে পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চিঠি প্রাপ্ত হয়েছেন। সে কারণে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেশ করা সম্ভব হয়নি। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাত হিসাবে ছাড়করণের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)।

বিবিধ-৪ ঃ ব্র্যাকের জি বি-৪ হাইব্রিড ধান আমদানীর আবেদন প্রসঙ্গে।

ব্র্যাক এর আবেদন পত্রটিও মাত্র এক দিন পূর্বে অর্থাৎ ০১-৭-২০০১ইং তারিখে এস সি এ'র হস্তগত হয়। বিষয়টি সম্পর্কে পরিচালক, এস সি এ সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করলে এই মর্মে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড এর বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম এ হামিদ মিয়া)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

০২/৭/২০০১ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম বিশেষ সভা উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১)	ড.লুৎফর রহমান	প্রফেসর, বাকৃবি
২)	এসবি ছিদ্দিকী	পরিচালক (কৃষি), বিজেআর, আই
৩)	রফিকুল হায়দার	উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৪)	আবদুল আউয়াল	বিএসআরআই
৫)	এ কে এম ফসিউল আলম	উপ পরিচালক ডিএই
৬)	এম এম হামিদ	বিনা
৭)	মহিউল হক, প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন	ব্রি, গাজীপুর
৮)	মোঃ রেজাউল করিম	প্রধান বীজ তত্ত্ববীদ, এম ও এ
৯)	এম এ খালেক মিয়া	প্রফেসর, বশেমুরকৃবি
১০)	মোহাম্মদ আবদুর সাত্তার	আর এফ ও, এসসিএ
১১)	ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক	বিএআরসি
১২)	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচালক, (গবেষণা) বিএআরআই
১৩)	এ এফ এম হাবিবুর রহমান	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
১৪)	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	প্রধান, জিআরএস, ব্রি, গাজীপুর
১৫)	আবদুর রহিম হাওলাদার	মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, এসসিএ